দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 01 FEB 2014
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

জোড়াতালি দিয়ে চলছে ৪৯ সরকারি পলিটেকনিক

• অর্ধেকের বেশি পদে শিক্ষক নেই • অধ্যক্ষ নেই ২১টিতে
• ইনস্ট্রাক্টররাও রয়েছেন অধ্যক্ষের দায়িত্বে

■ নিজামুল হক

দেশের ৪৯ সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট চলছে জোড়াতালি দিয়ে। প্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামো, প্রয়োজনীয় ল্যাবরেটরি আছে। কিন্তু শিক্ষার্থীদের শেখানোর জন্য নেই পর্যাপ্ত শিক্ষক। বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক না থাকায় এক বিষয়ের শিক্ষক পড়ান অন্য বিষয়। ফলে শিক্ষকদের ভোগান্তি যেমন বাড়ছে, তেমনি অন্য বিষয়ের শিক্ষক ক্লাস নেয়ার কারণে প্রকৃত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে শিক্ষার্থীরা।

পলিটেকনিকে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধিতে অধিদপ্তর আগ্রহী। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানগুলোর সংকট সমাধানে ততটা উদ্যোগী নয়— এমন অভিযোগ শিক্ষকদের। প্রতিবছর কয়েকহাজার নতুন শিক্ষার্থী নিয়ে নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হলেও ৪৯ পলিটেকনিকে খালি পড়ে আছে প্রায় ৫০ শতাংশ শিক্ষকের পদ। অধিকাংশ কলেজে নেই উপাধ্যক্ষ। পূর্ণকালীন অধ্যক্ষ ছাড়াই চলছে অর্ধেকের বেশি পলিটেকনিক কলেজ। যেখানে শিক্ষক সংকটে এক শিফটেরই কার্যক্রম চলছে না, সেখানে আবার চলছে ডাবল শিফট।

দেশে ৪৯ টি পলিটেকনিকের মধ্যে ২১ টি পলিটেকনিকে অধ্যক্ষ নেই। উপাধ্যক্ষরা ওই পদের ভারপ্রাপ্ত দায়িত্বে রয়েছেন। এমনকি চিফ ইনস্ট্রাকটররাও সরকারি পলিটেকনিকে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করছেন।

তথ্য অনুযায়ী, ৪৯ টি পলিটেকনিকের মধ্যে ১৮টিতে অনবলের পদ রয়েছে ১৯৩২ জন। এর মধ্যে ১ হাজার ১০ পদই শূন্য। আর ৪৯ টিতে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষসহ মোট শিক্ষকের পদ রয়েছে ২ হাজার ৫০৯ টি। এর মধ্যে প্রায় অর্ধেক শিক্ষকের পদ শূন্য। যদিও সম্প্রতি স্কিলস অ্যান্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্টের মাধ্যমে মোট শূন্য পদের মধ্যে ৫৩০ জন শিক্ষক শুধু প্রকল্প চলাকালের জন্য নিয়োগ দেয়া হয়েছে। প্রকল্পের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, আরো ৫১৭ জন শিক্ষক নিয়োগের জন্য কারিগরি শিক্ষা পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৮

জোড়াতালি দিয়ে চলছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। এ বিষয়টিও বিবেচনা করা হচ্ছে।

২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে শিক্ষার্থী ভর্তি করছে কিশোরগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট। এই প্রতিষ্ঠানে ৩৮ জন শিক্ষকের পদ থাকলেও মাত্র ৪ জন শিক্ষক রয়েছেন। অন্য পলিটেকনিক থেকে অস্থায়ী ভিত্তিতে ৯ জন শিক্ষক এসে এখানে ক্লাস নিচ্ছেন। যেখানে প্রতি বিভাগে ৭ জন শিক্ষক প্রয়োজন, সেখানে রয়েছেন একজন করে শিক্ষক। এই পলিটেকনিকে বাংলা বিষয়ের জন্য কোন শিক্ষক নেই, ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষক বাংলা পড়ান। এখানে দুই ব্যাচে ১ হাজার ৩শ' শিক্ষার্থী লেখাপড়া করছে। নরসিংদী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের উপাধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ এখানে ডেপুটেশনে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি বলেন, কোনমতে শিক্ষা কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। তবে নতুন একটি প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। এর মাধ্যমে কিছুটা সমস্যার সমাধান হতে পারে।

নরসিংদী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে শিক্ষক সংকট থাকলেও এ প্রতিষ্ঠান থেকে কিশোরগঞ্জ পলিটেকনিকে ২ জন, নওগাঁ পলিটেকনিকে ১ জন এবং ফেনী কম্পিউটার ইনস্টিটিউটে ১ জন শিক্ষককে ডেপুটেশনে পাঠানো হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানে ৩৬ পদের বিপরীতে শিক্ষক ছিলেন মাত্র ১৪ জন। একটি প্রকল্প থেকে অস্থায়ী ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হলেও এখন এই প্রতিষ্ঠানটিতে ৫ জন শিক্ষক কম রয়েছেন।

প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ সুশীল কুমার পাল বলেন, আমরাও প্রকল্পের শিক্ষক। দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছি। তিন মাস পর পর থোক বরাদ্দ পাচ্ছি। তিনি জানান, বিশ্ব ব্যাংকের একটি প্রকল্প থেকে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এই শিক্ষকরা থাকবেন ২০১৫-১৬ সাল পর্যন্ত। এর পর কী হবে, অধিদপ্তরই বলতে পারবে।

সরকারি ফেনী কম্পিউটার ইনস্টিটিউট। পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সব শিক্ষা কার্যক্রমই চলছে। এই প্রতিষ্ঠানটিতে ৩৬টি পদের বিপরীতে শিক্ষক আছেন ৭ জন। এছাড়া ৪ জন শিক্ষক অন্য পলিটেকনিক থেকে ডেপুটেশনে রয়েছেন। প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) আব্দুল মান্নান বলেন, এই শিক্ষক দিয়েই শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। মাস্টার রোলেও শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে বলে তিনি জানান।

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শাহজাহান মিয়া বলেন, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে অনেক পদ শূন্য রয়েছে। আগে নিয়োগ বিধি ছিল না। এখন হয়েছে। পদ শূন্য হলে পিএসসির কারণেই শিক্ষক নিয়োগে বিলম্ব হয়।

অধিদপ্তরের পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) বলেন, স্কিলস এ্যান্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্টের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। আরো অনেক শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হবে।

সব সমাধানই অস্থায়ী

পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের এই শিক্ষক সংকট কাটিয়ে উঠতে যে উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে, তা পুরোটাই অস্থায়ী। পাঁচ বছর মেয়াদী একটি প্রকল্প শেষ হবে জুন ২০১৫ সালে। তবে প্রকল্প কর্মকর্তারা বলছেন, এটি জুন ২০১৬ সাল পর্যন্ত চলবে। শুধু প্রকল্প চলাকালের জন্য ইতিমধ্যে ৫৩০ জন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এছাড়া আরো ৫ শতাধিক শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হবে। অধিদপ্তরের কর্মকর্তা এবং পলিটেকনিকের শিক্ষকরা বলছেন, সরকারের এই উদ্যোগ অস্থায়ী। প্রকল্প শেষ হওয়ার সাথে সাথে শিক্ষকরাও চাকরি হারাবেন। অনেকে চাকরি স্থায়ী হওয়ার আশায় বছরের পর বছর অপেক্ষা করবেন। বিনা বেতনে চাকরি করবেন। কিন্তু স্থায়ী হতেও পারে আবার নাও পারে। এর ৬ বছর আগে একটি প্রকল্প শেষ হলেও ওই প্রকল্পের শিক্ষক এখনও স্থায়ী হয়নি। ওই সময় নিয়োগ পাওয়া অর্ধেকের বেশি শিক্ষক চলে গেছেন। এখন থোক বরাদ্দ থেকে তিন মাস পর পর বেতন পাচ্ছেন। সাময়িক সমাধান হলেও ২০১৬ সালের জুন মাসের পর আবারও বড় ধরনের শিক্ষক সংকটে পড়তে হবে পলিটেকনিক কলেজগুলোকে।